

12468 - রমযান মাসে একজন মুসলমি

প্রশ্ন

রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে আপনারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ককোন উপদেশে পশে করবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযলি করা হয়ছে। মানুষেরে জন্য হদিয়াতস্বরূপ এবং হদিয়াতেরে সুস্পষ্ট নদির্শনাবলী ও সত্য-মথিয়ার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তমোমাদেরে মধ্যে য়ে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থতি থাকবে, সে যনে এ মাসটি রোযা থাকে। আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে সে অন্য দনিগুলতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তমোমাদেরে জন্য সহজতা চান; কাঠনিয চান না। তিনি চান- তমোরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি য়ে তমোমাদেরকে নরিদশেনা দয়িছেনে সে জন্য তাকবরি উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর)। আর যাতে তমোরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] এ মহান মাসটি কল্যাণ ও বরকতেরে মটৌসুম, ইবাদত ও আনুগত্যেরে মটৌসুম।

এটি একটি মহান মাস ও সম্মানতি মটৌসুম। এমন এক মাস যাতে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরা হয়, পাপকটে জঘন্য ধরা হয়, জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দয়ো হয় এবং জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। য়ে মাসে আল্লাহ পাপী-তাপীদেরে তওবা কবুল করে নেন।

আল্লাহ আপনাদেরকে কল্যাণ ও বরকতেরে য়ে মটৌসুমগুলো দয়িছেনে এবং অনুগ্রহ ও অবারতি নয়োমতেরে য়ে উপকরণগুলো আপনাদেরকে বিশেষভাবে দয়িছেনে এর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। মহান সময়গুলো ও সম্মানতি মটৌসুমগুলোকে আনুগত্যেরে মাধ্যমে এবং গুনাহর কাজ ছড়ে দেয়ার মাধ্যমে কাজে লাগান; ফলে আপনারা দুনিয়ায় উত্তম জীবন ও আখরিাতে সুখ লাভ করবনে।

প্রকৃত মুমনিরে কাছে সারা বছরই ইবাদতেরে মটৌসুম। সারা জীবনই নকৌর মটৌসুম। কন্তি, রমযান মাসে তার নকে আমল করার হমিমত বহুগুণ বড়ে যায়। তার অন্তর ইবাদতেরে প্রতি বেশি তৎপর হয় ও আল্লাহ অভিমুখী হয়। আমাদেরে মহান প্রতাপালক

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাঁর রহম ও করম রোযাদার মুমনি বান্দাদের উপর ঢলে দনে। এ মহান ক্ষণে তিনি তাদের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরার এবং নকেকাজের বদলায় উপঢৌকন ও পুরস্কার অবরতি করার ঘোষণা দিয়েছেন।

গতকালরে সাথে আজকরে কতই না মলি!!

দনিগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে; যনে কছি মুহূর্তমাত্র। আমরা এক রমযানকে স্বাগত জানালাম, এরপর বদায় দলাম। এই তো সামান্য কছিদিনরে ব্যবধানে পুনরায় রমযানকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছি। আমাদের কর্তব্য এই মহান মাসে নকে কাজে অগ্রণী হওয়া। আল্লাহ্ যা কছিতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতরে দনি যা কছি আমাদেরকে আনন্দতি করবে সসেব আমল দিয়ে এই মাসকে ভরপুর করা।

আমরা রমযানরে জন্য কভাবে প্রস্তুতি নবি?

রমযানরে জন্য প্রস্তুতি নতিে হবে, দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার ক্ষত্রে, ফরয আমলগুলো পালন করার ক্ষত্রে, কু-প্রবৃত্তি বা সংশয়মূলক হারাম আমলগুলো পরিত্যাগ করার ক্ষত্রে নজিদে ঘাটতকি সমালোচনা করার মাধ্যমে।

ব্যক্তি নজিহে নজিরে আচরণকে মূল্যায়ন করবে যাতে করে মাহে রমযান ঈমানরে উচ্চ স্তরে অবস্থান করতে পারে। কারণ ঈমান বাড়বে ও কমে। নকেকাজরে মাধ্যমে বাড়বে। বদ কাজরে মাধ্যমে কমে। তাই বান্দার সর্বপ্রথম যবে নকেকাজটি বাস্তবায়ন করা কর্তব্য সটো হচ্ছে- ‘ইবাদত বা উপাসনা শুধু আল্লাহ্ৰ জন্য’ এটি বাস্তবায়ন করা এবং মনে মনে এ বশ্বাস পোষণ করা যবে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে। সব ধরণরে ইবাদত বা উপাসনা কেবল আল্লাহ্ৰ জন্য নবিদেন করবে; এতবে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবে না। এ দৃঢ় বশ্বাস রাখবে যবে, সবে যটো পয়েছে (যটোর শকার হয়ছে) সটো কছিতেই ছুটে যবে না। এবং সবে যটো পায়নি (যটোর শকার হয়নি) সটো সবে কছিতেই পবে না (শকার হত না)। সবকছি তাকদীর অনুযায়ী ঘটবে।

এ দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার সাথে যা কছি সাংঘর্ষকি আমরা সগুলো থেকে বরিত থাকব। আর তা অর্জতি হবে বদিআত ও দ্বীনি ক্ষত্রে অভনিব প্রচলন করা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং ‘মত্রিতা ও বরৈতি’ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা ঈমানদারদের সাথে মত্রিতা রাখব এবং কাফরে ও মুনাফকিদের থেকে বরৈতি রক্ষা করব। শত্রুর বরিদুধে মুসলমানদের বজিয়ে আমরা খুশি হব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গরে অনুসরণ করব। তাঁর সুন্নত ও তাঁর পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায় রাশদীন-এর সুন্নতরে অনুকরণ করব। সুন্নতকে ভালবাসব এবং যারা সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে, সুন্নতরে পক্ষে কথা বলে তাদের দশে, বরণ বা নাগরকিত্ব যখনরে হকে না কনে আমরা তাদেরকে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ভালবাসব।

এরপর নকেকাজ পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের যাকে কসুর বা ঘাটতি রয়েছে সে ব্যাপারে নিজের আত্মসমালোচনা করব। যমেন- জামাতে নামায আদায় করা, আল্লাহর যিকির পালন করা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও অন্য মুসলমানে হক আদায় করা, সালামের প্রচলন করা, সংকাজের আদায়ে দান, অসৎ কাজে ন্যযে করা, পরস্পর পরস্পরকে হকরে উপর থাকা, এর উপর ধর্ষে ধারণ করা, গুনার কাজ না করা, ভাল কাজ করার ব্যাপারে ও তাকদীরের উপর ধর্ষে ধারণ করার ব্যাপারে উপদশে দয়ো।

এরপর পাপ কাজ ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে নিজের আত্মসমালোচনা করতে হবে; এগুলোর উপর চলতে থাকা থেকে নিজেরকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। সটো ছটো পাপ হোক কথিবা বড় পাপ হোক। সটো আল্লাহ কর্তৃক ন্যযিদিধ কছির দকি নজর দয়োর মাধ্যমে দৃষ্টির পাপ হোক, মডিজকি শুনার মাধ্যমে শ্রুতির পাপ হোক, আল্লাহ যাতো সন্তুষ্ট নন এমন কোন ক্ষেত্রে পদচারণের পাপ হোক, আল্লাহ যাতো সন্তুষ্ট নন এমন কছির ধরার পাপ হোক, আল্লাহ যা ভক্ষণ করা হারাম করছেন যমেন- সুদ, ঘুষ কথিবা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ইত্যাদি ভক্ষণ করার পাপ হোক।

আমাদের সামনে যনে থাকে, আল্লাহ তাআলা দনিরে বলোয় তাঁর হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতো করে রাতো পাপকারী তওবা করতে পারে এবং তনি রাতো হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতো করে দনি পাপকারী তওবা করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর তোমরা ছুটে আস তোমাদের রবের ক্ষমার দকি ও জান্নাতের দকি; যার বসিত্তি আসমানসমূহ ও যমীনরে মত, যা প্রস্তুত রাখা হয়ছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সুদনি ও দুর্দনি ব্যয় করে, যারা ক্রোধে সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ মুহসনিদেরকে ভালবাসনে। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলেলে বা নিজের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করার কে আছে? এবং তারা যা করে ফলে, জনে-বুঝে তারা তা উপর্যুপরি করতে থাকে না। তাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাতসমূহ; যগুলোর পাদদশে নহরসমূহ প্রবাহতি; সখোনে তারা স্থায়ী হবে। সংকরমশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!”[সূরা আলে ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজের প্রতি যুলুম করছে- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরাশ হয়ো না। নশিচয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দবেনে। নশিচয় তনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার ৩৯: ৫৩] আল্লাহ আরও বলনে: “আর যাকে কেউ কোন মন্দ কাজ করে কথিবা নিজের প্রতি যুলুম করে; এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।”[সূরা নসি ৪: ১১০]

আমাদের কর্তব্য এ ধরণের আত্মসমালোচনা, তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানো। কারণ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“বুদ্ধিমানে সবে ব্যক্তি যি নজিরে সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর অক্ষম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যি নজিরে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অনেকে অনেকে আশা করে”।

রমযান মাস হচ্ছে অর্জন করা ও লাভ করার মাস। বুদ্ধিমানে ব্যবসায়ী বেশি লাভ করার জন্য মৌসুমগুলোকে কাজে লাগায়। সুতরাং আপনারা এ মাসে ইবাদত পালন, বেশি বেশি নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত করা, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, অন্যের প্রতি ইহসান করা, দরিদ্রদেরকে দান করা ইত্যাদি সুযোগকে কাজে লাগান।

রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, শয়তানগুলোকে বন্দি করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও; ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও।

সুতরাং আপনাদের পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে, আপনাদের নবীর সুন্যাহর অনুসরণ করে আল্লাহর পুণ্যকামী বান্দা হোন; যাতে করে আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, মকবুল আমল নিয়ে রমযানকে বদায় জানাতে পারি।

জেনে রাখুন, রমযান মাস নকীর মাস:

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন: “এর মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার তারতম্যের মধ্যে রয়েছে) রমযান মাসকে অন্য মাসগুলোর উপর মর্যাদা দেওয়া এবং রমযান মাসের শেষে দশরাত্রিকি অন্য রাত্রিগুলোর মর্যাদা দেওয়া।” [যাদুল মাআদ (১/৫৬)]

এ মাসকে অন্য মাসের উপর চারটি কারণে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে:

এক.

এ মাসে এমন একটি রাত রয়েছে যে রাত বছরের অন্য রাতগুলোর চেয়ে উত্তম। সেটি হচ্ছে- লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরের রাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আমরা এটি (কুরআন) নাযিল করছি লাইলাতুল ক্বদর; আর আপনাকে কসি জানাবো ‘লাইলাতুল-ক্বদর’ কী? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। সে রাত ফরিশিতাগণ ও রূহ (জব্রাইল আঃ) নাযিল হয় তাদের রবের নির্দেশক্রমে সকল বিষয় নিয়ে। শান্তময় সে রাত, ফজরের আবরিভাব পর্যন্ত।” [সূরা ক্বাদর ৯৭: ১-৫]

তাই এ রাত ইবাদত করা সহস্র রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

দুই.

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ রাত্রে সর্বশ্রেষ্ট নবীর উপর সর্বোত্তম কতিব নাযলি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমজান মাস এমন মাস যে মাসে কুরআন নাযলি করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হৃদয়তেরে উৎস, হৃদয়ত ও সত্য মথিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হিসেবে।” [সূরা আল-বাক্বারা ২: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নশ্চয় আমি এটাকে (কুরআনকে) এক মবারকময় রাত্রে নাযলি করছি; আর নশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাত্রে প্রত্যকে চূড়ান্ত নরিদশে স্থরিকৃত হয়। আমাদরে পক্ষ থেকে নরিদশে; আর নশ্চয় আমরা (রাসূলগণকে) প্ররেনকারী। ” [সূরা আদ-দুখান ৪৪: ৩-৫]

ওসলো বনি আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সহফিগুলো (গ্রন্থগুলো) রমযানরে মাসরে প্রথম রাত্রে নাযলি হয়েছে। রমযানরে মাসরে ষষ্ঠ দিনে তওরাত নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ১৩ তম দিনে ইঞ্জিলি নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ১৮ তম দিনে যাবুর নাযলি হয়েছে। রমযান মাসরে ২৪ তম দিনে কুরআন নাযলি হয়েছে।” [তাবারানরি ‘আল-মুজামুল কাবরি’, মুসনাদে আহমাদ, আলবানি ‘সলিসলি সহহি’ (১৫৭৫) গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

তিনি.

এ মাসে জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয়: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয়।” [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন রহমতরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিল বন্দী করা হয়।” [সুনানে নাসাঈ, আলবানি ‘সহহিল জামি’ (৪৭১) গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

সুনানে তরিমযি, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহহি ইবনে খুযাইমা-র এক রেওয়ায়েতে এসছে যে, “রমযানরে প্রথম রাত্রিতে শয়তানগুলো ও উদ্যত জনিগুলোকে বন্দী করা হয়, জাহান্নামরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়; একটি দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, একটি দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এবং একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও। ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও। রমযানরে প্রতিরাত্রি আল্লাহ অনেককে জাহান্নামরে আগুন থেকে মুক্ত দিনে।” [আলবানি ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (৭৫৯) হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি কিউ বলনে যে, আমরা রমযান মাসেও অনেকে খারাপ কাজ ও গুনাহর কর্ম ঘটতে দেখে। যদি শয়তানগুলোকে বন্দকিরা হত তাহলে তও এসব ঘটত না?

জবাব হচ্ছে: যে ব্যক্তি সিয়ামের শর্তাবলিও আদবগুলো রক্ষা করে তার ক্ষেত্রে গুনাহ কম হয়।

কথিবা হাদসি উদ্দেশ্য হচ্ছ- কিছু শয়তানকে বন্দকিরা হয়। তারা হচ্ছ উদ্যত শয়তানগুলো।

কথিবা হাদসি উদ্দেশ্য হচ্ছ- খারাপ কাজ কম হওয়া। এটি প্রতিরক্ষা বিষয়। রমযান মাসে খারাপ কাজ অন্য সময়ের চেয়ে কম হয়। আর সকল শয়তানকে বন্দকিরা হলেও খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একবোরো না ঘটা অনবির্ষ নয়। কেনো শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণেও পাপ কাজ ঘটে। যমেন- কলুষিতি অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসের কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে।[ফাতহুল বারী (8/১৪৫)]

চার.

এ মাসে অনেকে ইবাদত রয়ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ইবাদত এমন রয়ছে যেগুলো অন্য সময়ে নহে। যমেন: রোযা রাখা, কয়ামুল লাইল আদায় করা, খাবার খাওয়ানো, ইতিকাফ করা, সদকা করা ও কুরআন তলোওয়াত করা।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাওফিক দেন, আমাদেরকে সিয়াম পালন, কয়াম আদায়, নকে আমল করা ও বদ আমল বর্জন সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা বশির্ জাহানরে প্রতাপালক আল্লাহর জন্য।